Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৪ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 30th Nov. 1960 { ২৮শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Sarvr

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

[illegible] ও নিপুণতা আবার।

প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. M. 13.88

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৬১ সাল।

রাজত্ব করার আসর নির্ম্মাণ

—০—

ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে এক অংশ হলো ভারত ইউনিয়ন কংগ্রেস পেলো তার শাসনাধিকার। অপরাংশ পাকিস্তান নাম নিয়ে গেল মোসলেম লীগ নামক শক্তিমান মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতে। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই মোসলেম লীগের কায়েদে আজম জিন্না সাহেব পাকিস্তানের শাসকের গদী দখল ক'রে বসে গেলেন। ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। কংগ্রেসী দলের কোনও হোমড়া চোমড়া তো ইংরেজ শাসককে হটিয়ে নিজে দিল্লীর সিংহাসন দখল ক'রে বসতে পারতেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভদ্রতা রক্ষার জন্য তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনেই বাহাল রাখিয়া নিজে প্রধান মন্ত্রী হইয়া তাঁহার (লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের) সঙ্গে কেমন সৌহার্দ্দ্য বজায় রাখিয়া দিলেন। ইংল্যাণ্ডে এই লর্ড পরিবারের সঙ্গে যেন কুটুম্বিতা পাতান হইল।

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের ।০ আনা চাঁদা দেওয়া মেম্বরও ছিলেন না। কংগ্রেস ভারত ইউনিয়নের রাজত্ব পাইলে ইনিও আসিয়া ইহাতে প্রবেশ করিলেন।

একদল পাকিস্তানী হানাদার সাজিয়া কাশ্মীর আক্রমণ করিল। ভারতীয় সৈন্যরা তাহাদের তাড়াইয়া সীমানা পার করে করে, হানাদাররা পলায় পলায় এমন সময়ে প্রধান মন্ত্রী সাদা নিশান দেখাইয়া সৈন্যগণকে হানাদারগণকে তাড়াইতে নিষেধ করিয়া হানাদারবেশী পাকিস্তানীদের কাশ্মীরের একাংশে থাকিবার সুযোগ দিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা করিতে গেলেন রাষ্ট্রসংঘে। কেউ কখন দেখা দূরের কথা শুনেছেন কি যে ঘরে ডাকাইত পড়েছে, তাদের মেরে বাড়ীর বেতনভোগী চাকররা তাড়িয়ে দিচ্ছে গৃহস্থ চাকরদের মানা ক'রে চল্‌লো আদালতে মামলা করতে? জহরলাল ঠিক তাই ক'রে ১৪ বৎসর কাল প্রধান মন্ত্রিত্ব বজায় রেখেছেন। মহাত্মা গান্ধী এই শাসক কংগ্রেসের গুরু স্থানীয় হ'য়ে একদিন বল্লেন—গরীব ভারতের কোন সরকারী কর্ম্মচারীর উচিত নয়, ৫০০৲ টাকার বেশী মাসিক বেতন লওয়া তাহাতে কোন গান্ধীভক্ত হাঁ কি না কোন উত্তর দেন নাই। কেবল তাঁর এই উক্তি মানিয়া চলিয়াছেন ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জি।

ভারত বিভাগের পর দেনা পাওনা ঠিক হইল—ভারত ইউনিয়ন পাকিস্তানের কাছে পাইবে ৩০০ কোটি টাকা আর পাকিস্তান ভারত ইউনিয়নের কাছে পাইবে ৫৫ কোটি টাকা। চিরদিন ইশ্লাম কল্যাণকামী গান্ধিজী মাহাত্ম্যের নিদর্শন দেখাইয়া বলিলেন—ভারতের পাওনা ৩০০ কোটি টাকা পাকিস্তান তার সুসারমত দিবে কিন্তু পাকিস্তান তাহার প্রাপ্য ৫৫ কোটি টাকা যেন নগদ পায়। যদি তা না দেওয়া হয় তবে তিনি (মহাত্মাজী) অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন। শোনা যায় সর্দ্দার প্যাটেল একটু আপত্তি করতেই সব ভক্ত মহাত্মার আত্মত্যাগের ভয়ে তাতেই রাজি হইয়াছিলেন। হায়রে এ টাকা কি গান্ধিজীর নিজের যে তার আবদার রাখার এত আবশ্যকতা। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

"ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ
সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলং।
যদি কার্য্যে বিপত্তিঃ স্যাৎ
মুখর স্তত্র হণ্যতে ॥"

ঠিক তাই হইল—গান্ধীজি হত হইলেন। ভারত কর্ম্মচারীদের আর ৫০০৲ টাকার বেশী বেতন লওয়ার বাধা চিরতরে লোপ হইল। যত ভক্তবৃন্দ মুখে না বলুন যেন স্বস্তি অনুভব করিলেন। যিনি দেশের অতগুলি টাকা 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়' খেয়ালে উড়াইলেন, এমন গুরুর জীবন রক্ষার জন্য কোনও শাসক প্রভুর দেহরক্ষীরূপে কোন প্রহরী নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন না। 'মুখর স্তত্র হন্যতে' বাক্যের সার্থকতাই হইল। স্বাধীন ভারতে দুর্নীতি ছড়াইয়া বড় বড় হোমড়া চোমড়া পদস্থ কর্ম্মচারীরা নানাভাবে নানা কেলেঙ্কারীর কাজ করিল। নিন্দার ভয় না আছে তাদের না আছে প্রধান মন্ত্রী জহরলালজীর। বরং হোমড়া চোমড়ারা অপরাধ করিয়া অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ "লাইয়েবল্" (দণ্ডনীয়) হইয়া "রিলায়েবল্" (বিশ্বস্ত) হইয়া রাজ্যপালের পদ প্রাপ্তও হইল। সাধারণ নির্ব্বাচনে পরাজিত হইল, জহরলাল বোম্বায়ের এমনি এক পরাজিত ব্যক্তিকে শোধন করিয়া নির্ব্বাচিত বৎ গ্রহণ করিলেন। বলিলেন ইহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও লওয়া হইবে না।

এই লোককে এইভাবে কৃতজ্ঞ করিয়া এখন তাঁহাকে দিয়া দেশে দেশে ভিক্ষা করাইতে বা টাকা ধার করাইবার কাজে ব্যবহার করিতে জহরলালজী দ্বিধা করেন না ইনিও গর্ব্বিত হইয়া বলিতেছেন টাকা ধার চাহিলে উত্তমর্ণদের মধ্যে এ বলে আমি আগে দিব ও বলে আমি আগে দিব। কেলেঙ্কারীর অপরাধীর মধ্য হইতে দেশরক্ষার গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইয়াছে। এ কথা দেশে প্রবাদ-রূপে প্রচলিত আছে—যে "খেল্‌তে জানলে কাণা করিতে খেলা চলে।"

অর্থ মন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী কমিশনের হাতে তদন্তে নাজেহাল হ'য়ে "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি" নীতি অবলম্বন করিয়া চম্পট দিতেছে প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাওয়াইয়া রাজ বিমানে তাহার আবাসে যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

শ্রীচিন্তামন দেশমুখ প্রধান মন্ত্রীর কাছে নিবেদন করিলেন যে দেশে পদস্থ পদস্থ লোক বহু টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে ও করিতেছে। শক্তিমান ট্রাইবুনাল বসাইলে তিনি (দেশমুখ) প্রমাণ দিয়া তাহাদের ধরাইয়া দিতে পারে। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় তার কথায় ট্রাইবুনাল বসাইতে রাজী না হইয়া বলিলেন তাহা হইলে অনেক মন্ত্রীও বিপন্ন হইবে।

উকীল ব্যারিষ্টাররা টাকা লইয়া অপরাধীকে খালাস করে তার অপরাধ ঢাকে। জহরলাল যে প্রধান মন্ত্রী সে কথা ভুলিয়া যান, তাঁর ব্যারিষ্টারী

ভাব জাগিয়া উঠে আর তিনি তাদের খালাস দিবার জন্য সব ধামাচাপা দিয়া অনেককে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন। কাজেই কি পার্লামেন্টে কি নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে তাঁহার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করার জন্য লোকের অভাব হয় না। তাঁহার কার্য্যে স্বর্গত দেবচরিত্র ৺ফিরোজ গান্ধী তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া দেশে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। জহরলাল তদন্তের নামে চমকিয়া উঠেন। ৺শ্যামা-প্রসাদের মৃত্যুর কারণ তদন্তের কথায় জহরলাল বলিয়াছিলেন—সেখ আবদুল্লা তাঁর (জহরের) উনিশ বৎসরের বন্ধু তিনি তার (আবদুল্লার) কথায় অবিশ্বাস করেন না। তাঁহার রাজ্যের মটো "সত্যমেব জয়তে" ইহাই আমাদের ভরসা বলিয়া মনে করি।

রঘুনাথগঞ্জ মুরারই বাস

কিছুদিন হইতে রঘুনাথগঞ্জ হইতে মুরারই রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত দুইখানি মোটর-বাস পালাক্রমে যাতায়াত করিতেছে। ইহাতে ঐ অঞ্চলের যাত্রিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জ মোড়গ্রাম বাস

রঘুনাথগঞ্জ হইতে মোড়গ্রাম রেল ষ্টেশন বাস সার্ভিসের মোটর গাড়ীতে সব সময়ই আরোহীর আধিক্য থাকায় স্থান সঙ্কুলানে যাত্রিগণকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

'তপন' নামক গাড়ীখানি পুরাতন হওয়ায় অনেক সময় রাস্তায় অচল হইয়া গিয়া যাত্রিগণকে বিশেষ অসুবিধায় ফেলে। উহার পরিবর্ত্তে একখানি ভাল গাড়ী দেওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক।

ধান কে পুঁতিয়াছে ?

জরুর আথুয়া রাস্তার পার্শ্বস্থ জেলা বোর্ডের গর্ত্তে কে বা কাহারা ধান পুঁতিয়াছে? জেলা বোর্ড উহার জন্য খাজনা পান কি? পাকা ধান কে বা কাহারা কাটিতেছে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার জন্য বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রাস্তা পরিষ্কার

রঘুনাথগঞ্জ বাজারের কদমতলার নিকটস্থ দোকানগুলির মালিকেরা নিজ নিজ সীমানা অতিক্রম করিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তার উপর খুঁটি পুতিয়া তক্তা পাটাতন করিয়া পসরা সাজান, চাটাই ও বাখারী নির্ম্মিত ঝাঁপ ও চটের পর্দ্দা তুলিয়া রাস্তা অবরোধ করার অনুযোগ করা হইয়াছিল। জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সুযোগ্য চেয়ারম্যান মহোদয় রাস্তার উপরের সমস্ত খুঁটি তুলিয়া ও ঝাঁপ নামাইয়া দিয়া রাস্তাটী পরিষ্কার করার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। পরে যাহাতে পুনরায় ঐ ভাবে রাস্তা অবরোধ করিতে না পারে তজ্জন্য বিভাগীয় কর্ম্মচারীকে নজর রাখিতে নির্দ্দেশ দিবার জন্য অনুরোধ জানাই।

জরুর আথুয়া রাস্তা

জরুর আথুয়া রাস্তা একটী বাদশাহী সড়ক। ইহা জঙ্গিপুর মহকুমার প্রয়োজনীয় রাস্তা। মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড ইহার তত্ত্বাবধায়ক। রাস্তাটীর স্থানে স্থানে গাড়ী চলাচলে লীকের গর্ত্ত হইয়াছে। উজানকাঁধা নামক স্থানে সাঁকো সংলগ্ন স্থানে এবং সিদ্ধিকালী গ্রামের সমান্তরাল স্থানে পথিপার্শ্বস্থ বট গাছের নিকটস্থ রাস্তায় মাটী দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। জঙ্গিপুরের বিভাগীয় ওভারসিয়র ও রোড সরকার বাবুদের কিছু করণীয় থাকিলে তাঁহারা অচিরে ইহার ব্যবস্থা করিবেন।

ছাত্রের শোচনীয় মৃত্যু

গত ২৫শে নভেম্বর রাত্রে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চলন্ত ট্রেণ হইতে নামিতে গিয়া ট্রেণের তলায় পড়িয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া মারা গিয়াছে। তাহার বৃদ্ধ পিতামহ, পিতামহী এবং পিতামাতা বর্ত্তমান আছেন।

নেতাজীর কন্যা অনীতার ভারতে আসা হবে কি ?

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা অনীতা বসুকে ভারতে আনার যে তোড়জোড় চলছিল তা সম্ভবতঃ পরিত্যক্ত হতে চলেছে। এই ব্যাপারে প্রধানতঃ উদ্যোগী ছিলেন নেতাজীর পরিবারের একাংশ এবং ভারত সরকার। কিন্তু অনীতার ভারত আগমনের বিষয়টি নিয়ে বসু পরিবার দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে এবং একাংশ অনীতাকে আনার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা চান না যে, ভারত সরকার ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা রাজনৈতিক সুবিধালাভের জন্য অনীতাকে ব্যবহার করুক। এই পরিস্থিতিতে উৎসাহী ব্যক্তিরা স্তিমিত হয়ে পড়েছেন এবং অনীতার আগমনের সম্ভাবনাও অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া বসু পরিবারের অনেকের মধ্যে এবং জনসাধারণের মধ্যেও নেতাজীর বিবাহের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে। গত ৯ই নভেম্বর নেতাজী বসুর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অর্থাৎ বসু পরিবারের সম্মেলনে বিষয়টি আলোচিত হয়। দর্পণের প্রতিনিধি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছেন যে অনীতাকে আনার ব্যাপারে পরিবারের সকলে একমত হতে পারেন নি। কথা হয়েছিল, অনীতা ভারতে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আসবে, অবস্থান করবে এবং ভারত সরকার তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবেন। এও স্থির হয়েছিল যে, সে প্রথমে দিল্লীতে থাকবে তারপর কলকাতায় আসবে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা (নেতাজীর বিবাহ সম্বন্ধে এঁরা নিঃসন্দেহ নন) এমন মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি অনীতাকে আনতেই হয় তাহলে সে বসু পরিবারের একজন হয়ে আসবে ও তার ব্যয় বহন তাঁরাই করবেন; এবং সে প্রথমে কলকাতায় আসবে, তারপর দিল্লী যাবে এবং বসু পরিবারের কোন ব্যক্তি অভিভাবক হিসেবে তার সঙ্গী হবে। অনীতাকে কোন রাজনৈতিক সভায় উপস্থিত করা অথবা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়াররূপে ব্যবহার করার বিরুদ্ধেও তাঁরা দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করেন।

যত দিন যায় তত ক্লেশ বাড়ে

যত দিন যায় তত ক্লেশ বাড়ে,
(আমার) সুখ শান্তি কৈ মিলিল না।
দুখ ঘুচাইতে দুখ ক'রে মরি,
(তাতে) দুখ ছাড়া সুখ ফলিল না।
বাল্যকালে সুখ বলিতাম যাহারে,
সে সুখ ঘুচিল শিক্ষকের প্রহারে।
যৌবনে এ চিত, যারে সুখ ভাবিত,
(সে সুখ) অভাবের প্রভাবে হইল না।
সুখের আশায় করিনু বিবাহ.
দুখ বলে মোরে ছাড়ি কোথা যাহ।
একা দুখী ছিলে, দুজনা হইলে,
(দুখ) বাড়িল ছাড়া তো কমিল না।
ক্রমে এল ঘরে পুত্র কন্যা গুলি,
দিবানিশি ক'রে, খাই খাই বুলি,
গৃহেতে আমার, দুখের বাজার,
দুখ মোরে ছেড়ে চলিল না।
দুখে ছিলাম আমি হইয়া স্বাধীন,
দুখ ঘুচাইতে হ'লাম পরাধীন,
ছিলাম যে দীন, রহিনু সে দীন,
কেবল স্বাধীনতা টুকু রহিল না।
দেহি দেহি করে দারা সুত সুতা,
পৃষ্ঠদেশে পড়ে মনিবের জুতা,
ঘরে বাইরে দুখ, বিধাতা বিমুখ,
ভাগ্যে মোর সুখ লিখিল না।
বার্দ্ধক্যে ক্রমশঃ হ'লাম উপনীত,
দয়াবান প্রভু সুকোমল চিত,
বলিবেন কবে, রাস্তা দেখ্‌তে হবে,
তোমার দ্বারা কাজ চলিল না।
দীনবন্ধু লোকে বলে ভগবানে,
দীনের প্রতি দয়া সদা তাঁর প্রাণে,
(তাঁরে) এত দিন ফাঁকি, দিয়ে আজ ডাকি,
সে ডাকে তাঁর প্রাণ গলিল না।

মুর্শিদাবাদ জেলা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা

গত ১৮ই, ১৯শে, ২০শে, ২৫শে এবং ২৬শে নভেম্বর বহরমপুর যোগেন্দ্র মিলনী রঙ্গমঞ্চে ৫ দিন ব্যাপী মুর্শিদাবাদ জেলা একাঙ্ক নাট্য-প্রতিযোগিতার একটি নাট্য উৎসব মিলনী কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আয়োজিত হ'য়েছিল। এই উৎসবে সর্ব্বসমেত ১৮টী দল যোগদান করে। উৎসবের বিচারকমণ্ডলী ছিলেন কলিকাতার প্রখ্যাত নাট্য বিশারদগণ।

যশস্বী অভিনেতা ও প্রবীণ পরিচালক শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর "সবুজ সথা" দল নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন এবং তাঁহার পরিচালনায় অগ্নি মিত্রের রচিত নাটক 'নবজন্ম' অভিনীত হয়। তাঁহার দল এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রে অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করে।

এই জাতীয় নাট্য প্রতিযোগিতা মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম। যদিও কলকাতা ও হাওড়ায় একাঙ্ক নাটকের প্রসার লাভ করেছে ও করছে।

সবুজ-সথা গড়ে তোলার পেছনে যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ রয়েছে তাঁদের সকলকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ এ জয় কেবল দলের জয় নয় সারা জঙ্গিপুর মহকুমার জয়। প্রতি বছর বিভিন্ন আঙ্গিকের নতুন নতুন নাটক এবং শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা আমাদের উচ্চাশা।

পরিশেষে প্রতিযোগিতার সভাপতি মহারাজ কুমার সৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সম্পাদক অমর নিয়োগী ও মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১২ই ডিসেম্বর ১৯৬০

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

২৮ অন্য ডিঃ শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনবিহারী দেবঠাকুরের সেবাইত শ্যামাচরণ নাথ দেং অতুলকৃষ্ণ রায় দাবি ২৫৯ টাকা ৩৬ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গনকর ১৯-৭৪ শতকের কাত ৯৫৮/১ তন্মধ্যে দেন্দারের ॥০ আনা অংশে ৯-৮৭ শতকের কাত হারাহারি মতে ৪৭৮৵৬ আঃ ৩০০৲ খঃ ১৭১ অধীনস্থ খং ১৭২ হইতে ১৭৫ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব আদালত মূল্য ১০০০৲

১৭৭ খাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং আদ্যাপদ ভট্টাচার্য্য দিং দাবি ১৯ টাকা ২৫ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে হিলোড়া ৩৩ শতকের কাত ৩/২ আঃ ৫৲ খং ৭৯৯ আদালত মূল্য ১০০৲

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

১৫ খাং ডিঃ কৃষ্ণমণি দাসী দিং দেং সেবাইত রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দাবি ২১২০ টাকা ৭২ নঃ পঃ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে সেরপুর ১-৫৫ শতকের কাত ১০॥০ তদুপরিস্থিত পাকা বাড়ী সায় ইট, কাঠ, তীর, বরগা, দরজা, জানালা ইত্যাদি নওয়া জিমা সহ আঃ ৩০০৲ মধ্য স্বত্বাধিকারী চিরস্থায়ী মৌরসী ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৬-৫৫ শতকের কাত ২৭৵০ আঃ ৪০০৲ ঐ স্বত্ব ১নং লাট আদালত মূল্য ৫০০৲ ২নং লাট আদালত মূল্য ১৭০০৲

২০ খাং ডিঃ ভগবতীপ্রসাদ মিশ্র দিং দেং পরীক্ষিৎ দাস দিং দাবি ৭২৪ টাকা ৩০ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গিরিয়া ৩-৯৮ শতকের কাত শস্যের অর্দ্ধেক আঃ ২০০৲ খং ৯১২ অধীনস্থ খং ৯১৪ রায়ত স্থিতিবান

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৬০

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

১৪ খাং ডিঃ সেবাইত মহান্ত গোবিন্দ দাস আচারী দেং হেসান সেখ দাবি ১৪॥/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে জাগলাই ১-৬ শতকের কাত ৩॥/১১ আঃ ১০৲ খং ৪৫০

১৫ খাং ডিঃ ঐ দেং মক্তাহার চৌধুরী দিং দাবি ৯ টাকা ২৫ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৫৯ শতকের কাত ১।৶১০ আঃ ১৫০৲ খং ৪১৪

১৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১০৮৬ মৌজাদি ঐ ৬২ শতকের কাত ২৮ আঃ ৫৲ খং ৪১৩

১৮ খাং ডিঃ ঐ দেং হাজি নিকড়ি মণ্ডল দাবি ১৭ টাকা ৩৬ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে জাগলাই ১-৬৪ শতকের কাত ৫॥৵৩ আঃ ৪০০৲ খং ২৭৩

১৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১০৮/৬ মৌজাদি ঐ ৮৩ শতকের কাত ২॥/৩ আঃ ২৫০৲ খং ৩৬৫

২০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১০৮/৬ মৌজাদি ঐ ২-৩৫ শতকের কাত ২৲ আঃ ১০০৲ খং ৩০০

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

৯৭।৬০ অঙ্ক

বাদী—রূপনাথ সাদানী

বিবাদী—কুদরতুল্লা দেওয়ান দিং

এতদ্দ্বারা চন্দনবাটী গ্রামের সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে থানা সাগরদীঘির অধীন পোপাড়া নিবাসী রূপনাথ সাদানী নামে জনৈক ব্যক্তি চন্দনবাটী গ্রামের কুদরতুল্লা দেওয়ান দীগর বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালতে চন্দনবাটী মৌজার ৭:২নং দাগে সর্ব্বসাধারণের Foot-ball খেলিবার বা অপর কোন প্রকার ব্যবহারের কোন অধিকার না থাকা সাব্যস্তের প্রার্থনায় আনয়ন করিয়াছেন। তাহাতে কেহ বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া উক্ত মোকদ্দমায় বাদীর দাবীর বিপক্ষতায় contest করিতে পারেন। উক্ত মোকদ্দমার বিষয় সর্ব্বসাধারণকে জানান জন্য এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া গেল। ২৫।১১।৬০

By order
B. N. Mukherjee, Sheristadar
2nd Munsif's Court, Jangipur.

কে, সি, লটারীর পুরস্কার

রঘুনাথগঞ্জের শ্রীহীরালাল দাস তার স্ত্রী শ্রীমতী বাসন্তী দাসীর নামে উড়িষ্যার কে, সি, লটারীর একখানি টিকিট কিনিয়াছিল। ঐ টিকিটে ৩০০৲ তিন শত টাকা পাইয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জে **নূতন টাইপ রাইটিং কলেজ** খোলা হইয়াছে।

রবিবাবুর ময়দা কলের সামনে মডার্ণ টাইপ-রাইটিং কলেজে ভর্ত্তি হউন। ভর্ত্তি চলিতেছে।

প্রঃ—শ্রীকামিনীমোহন বাগচী

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ,
কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

পুষ্করিণী উন্নয়নের জন্য টেণ্ডার

মুর্শিদাবাদ জেলায় বঙ্গীয় পুষ্করিণী উন্নয়ন আইনের অধীন ৩৮টি মজা পুষ্করিণী সংস্কারের জন্য নির্দ্ধারিত ফর্মে শীল মোহরাঙ্কিত টেণ্ডারপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। নির্দিষ্ট ফরম, পুষ্করিণীর নাম, সর্তাবলী, কার্য বিবরণী ইত্যাদি মুর্শিদাবাদের পুষ্করিণী উন্নয়ন কালেক্টরের অফিস হইতে পাওয়া যাইবে। টেণ্ডারপত্র মুর্শিদাবাদের পুষ্করিণী উন্নয়ন কালেক্টরের বহরমপুর অফিসে ৯ই ডিসেম্বর (১৯৬০) মধ্যে গ্রহণ করা হইবে এবং ঐ দিনই বেলা ২ ঘটিকায় টেণ্ডারদাতা বা তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগের সম্মুখে খোলা হইবে। টেণ্ডারদাতা যদি একটির অধিক পরিকল্পনার জন্য টেণ্ডার প্রেরণ করিতে চান তবে প্রতি পরিকল্পনার জন্য পৃথক পৃথক টেণ্ডার প্রেরণ করিতে হইবে। "আর-ডি" খাতে মুর্শিদাবাদের সমাহর্তার নামে নিকটস্থ ট্রেজারি অথবা সাবট্রেজারিতে পরিকল্পনার আনুমানিক ব্যয়ের শতকরা ৫ ভাগ বায়নার টাকা জমা দিতে হইবে এবং প্রতি টেণ্ডারের সঙ্গে রসিদযুক্ত চালানের কপি সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে, অন্যথায় কোন টেণ্ডার বিবেচিত হইবে না। সফলকাম টেণ্ডারদাতাদের চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে ব্যয়ের আরও শতকরা ৫ ভাগ জমা দিতে হইবে এবং চালানটি দাখিল করিতে হইবে। কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এইভাবে জমা দেওয়া ব্যয়ের মোট শতকরা ১০ ভাগই জামানত ডিপোজিটরূপে গণ্য করা হইবে। অন্যান্য টেণ্ডারদাতাদের জমা দেওয়া বায়নার টাকা ফেরত দেওয়া হইবে। যদি সফলকাম টেণ্ডারদাতা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে। টেণ্ডারদাতাদিগকে অতি অবশ্য ক। উল্লিখিত মাটি কাটার আনুমানিক ব্যয়ের জন্য সকলপ্রকার উত্তোলনাদি সমেত মাটি কাটার প্রতি ০% ঘনফুটের জন্য এক হারের দরের উল্লেখ করিতে হইবে। মাটি কাটার হারের মধ্যে মৃত্তিকার যথাযথ বন্টন এবং আলগা নিড়ান (ড্রেসিং) এবং জলের লেভেলিং ও বেলিং-এর ব্যয় এবং পুষ্করিণীর আগাছা এবং পাড়ের জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজ (যদি কোন থাকে) উল্লেখ করিতে হইবে। খ। পুষ্করিণীর দুই দিকের ঢালু পাড়ের ০% বর্গফুটের জন্য নিড়ান (ড্রেসিং), চাপড়া বসানো (টার্ফিং) ও মাটি দিয়া শক্ত করিবার (র‍্যামিং) স্বতন্ত্র রেট দিতে হইবে। ড্রেসিং ও টার্ফিং রেটের ভিতর ঢালু পাড়ের ও তীর ভূমির উপরিভাগের সন্তোষজনক লেভেলিংও অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। গ। ব্যয়ের পরিমাণ অঙ্কে ও শব্দে উল্লেখ করিতে হইবে এবং ঘ। তাঁহারা আয়করদাতা হইলে আয়কর পরিশোধ-সূচক সার্টিফিকেট দিতে হইবে অথবা গত তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের কোন কর যোগ্য আয় নাই এই মর্মে কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে কৃত ঘোষণা দাখিল করিতে হইবে। ঙ। সফলকাম টেণ্ডারদাতা টেণ্ডার গ্রহণের তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে, যথাযথভাবে চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ১ টাকার ননজুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প সহ আদর্শ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) ফরমে (উহা উপরোক্ত পুষ্করিণী উন্নয়ন অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে) একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে। টেণ্ডার প্রদানের পূর্বে টেণ্ডারদাতা স্থান পরিদর্শন করিয়া কাজের ধরণ, মাটির অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে জানিতে পারেন। টেণ্ডার গ্রহণের পর, কঠিন বা বালু মাটির জন্য বা অন্য কোন কারণে রেট বাড়াইবার কোন দরখাস্ত লওয়া হইবে না। পুষ্করিণী উন্নয়ন কালেক্টরের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া ২ই শতাংশের অধিক পরিবর্তন করিতে দেওয়া হইবে না। টেণ্ডার দাতা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যারম্ভ না করিলে বা যথোচিত শ্রম সহকারে কার্য নির্বাহ না করিলে বা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে উপযুক্তভাবে কার্যসমাধা না করিলে কালেক্টরের বিবেচনানুযায়ী তাঁহার জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কোনরূপ ক্ষতি হইলে তাঁহাকে ক্ষতিপূরণও দিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন বা যে কোন টেণ্ডার গ্রহণে বাধ্য থাকিবেন না।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের
আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।